কুষ্টিয়ায় বাঁশ-বেত শিল্পের নতুন সম্ভাবনা: বিসিকের উদ্যোগে ১০২ কুটির উদ্যোক্তা চিহ্নিত

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের অন্যতম খাত বাঁশ ও বেত শিল্প। পরিবেশবান্ধব, টেকসই এবং দেশীয় সংস্কৃতির ধারক এই শিল্প এখন নতুন করে সম্ভাবনার আলো দেখছে। গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)।

এরই অংশ হিসেবে বিসিক জেলা কার্যালয়, কুষ্টিয়ার উদ্যোগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ি দাসপাড়া, মিরপুর উপজেলার আবুরি দাসপাড়া, মালিহাদ দাসপাড়া এবং খন্দকবাড়িয়া এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এ সময় ১০২ জন বাঁশ ও বেত পণ্য উৎপাদনকারী কুটির শিল্প উদ্যোক্তাকে চিহ্নিত করা হয়।

পরিদর্শনকালে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিসিক জেলা কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক সোহেল রানা। তিনি সরকারের শিল্পবান্ধব নীতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের সেবাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।

উপ-মহাব্যবস্থাপক সোহেল রানা বলেন, “বাঁশ ও বেত শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ। সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক নকশা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং বাজার সংযোগ নিশ্চিত করা গেলে এই খাত শুধু স্থানীয় চাহিদাই পূরণ করবে না, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। বিসিকের লক্ষ্য কুটির শিল্পকে বাণিজ্যিকভাবে আরও শক্তিশালী ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা।”

সরেজমিনে কথা বলে জানা যায়, কুষ্টিয়ার এসব এলাকার বহু পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি ও শৌখিন সামগ্রী তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। তাদের তৈরি ঝুড়ি, চালুনি, ডালা, কুলা, ফুলের টব, শোপিস,

আসবাবপত্রসহ নানা ধরনের হস্তশিল্প স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও বিক্রি হয়। তবে আধুনিক নকশা, পর্যাপ্ত পুঁজি এবং বাজার সম্প্রসারণের অভাবে অনেক উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসা বড় করতে পারছেন না।

স্থানীয় বাঁশ ও বেত শিল্পীরা বলেন, “আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আধুনিক ডিজাইন জানা না থাকায় বাজারে নতুন ধরনের পণ্য আনতে পারছি না। বিসিক যদি মাঠ পর্যায়ে বিনা ফি-তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক মানের শৌখিন ও ব্যবহারযোগ্য পণ্য তৈরি করতে পারব।”

তারা আরও বলেন, “শিল্প সম্প্রসারণের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ বা অনুদান অত্যন্ত প্রয়োজন। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় অনেক সময় বড় অর্ডার পেলেও কাজ করা সম্ভব হয় না। সরকারি সহায়তা পেলে উৎপাদন বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থান হবে এবং তরুণ প্রজন্মও এই শিল্পে আগ্রহী হবে।”

কারুযোগ এর নির্বাহী পরিচালক দেওয়ান আক্তারুজ্জামান বলেন, বাঁশ ও বেত শিল্প পরিবেশবান্ধব হওয়ায় দেশ-বিদেশে এর চাহিদা বাড়ছে। প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় এ খাতের সম্ভাবনাও দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছে। ডিজাইন উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, সহজ অর্থায়ন এবং কার্যকর বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে কুষ্টিয়ার বাঁশ ও বেত শিল্প নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে।

বিসিক জেলা কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক (ডিজিএম) আশানুজ্জামান মুকুল বলেন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে না, বরং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বাঁশ ও বেত শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগের বিকল্প নেই।

কুষ্টিয়ার ১০২ জন বাঁশ ও বেত শিল্প উদ্যোক্তাকে চিহ্নিত করার এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে বৃহত্তর শিল্প উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলেও জানান তিনি।

[redacted]

[redacted]

ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঝিনাইদহে গ্রামীণ পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে তথ্য আপা প্রকল্প (২য়)। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য আপা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) শাহনাজ বেগম নীনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) এস এম নাজিমুল ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার তথ্যসেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, সদরের হিরা খাতুন, শৈলকুপার ইন্দিনা কাদির, মহেশপুরের আয়েশা খাতুন, কালীগঞ্জের পপি রানী রায়, হরিণাকুন্ডুর শামীম আক্তার, সদরের তথ্যসেবা সহকারী মাহমুদা রহমান ও সনজিতা রহমান।

কর্মশালায় ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার অর্ধশত নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ই-কমার্সের গুরুত্ব, লালসালু ডট কম প্ল্যাটফর্মের কার্যক্রম এবং ডিজিটাল ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হওয়ার কৌশল নিয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

আয়োজকরা আশা করেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা নারী উদ্যোক্তাদের স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা উন্মোচন করবে।

কোটচাঁদপুরে মাছ আর ভেড়া চাষে

বদলে গেছে জামির হোসেনের পরিবার

মাছ আর ভেড়া চাষে বদলে গেছে জামির হোসেনের পরিবার। উদ্যোক্তাদের অনুকরণীয় হতে পারেন ওই পরিবারটি। প্রথমত স্বপ্ন থাকতে হবে, আর ওই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই সফলতা আসবেই বলে জানালেন উদ্যোক্তা জামির হোসেন । এই পরিবারটি বসবাস করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সংলগ্ন চুয়াডাঙ্গার বাটিকাডাঙ্গা গ্রামে।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের ভোমরাডাঙ্গা বাজার। ওই বাজার সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দা জামির হোসেনের পরিবার। সে বাটিকাডাঙ্গা গ্রামের ওমর আলীর ছেলে। জামির হোসেন। বয়স ৩২ বছর।

তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে জামির হোসেন সবার ছোট। লেখা পড়া বেশি দুর করতে পারেনি সে। পরিবারের উপর অভিমান করে ২০০৬ সালের দিকে ঢাকা চলে যান জামির হোসেন। কাজ নেন গার্মেন্টসে। পাশাপাশি করতেন ব্যবসা। এভাবে চলে দীর্ঘ ১০ বছর।

এরপর ২০১৬ সালের দিকে বাড়িতে এসে ব্যবসার সাথে শুরু করেন মাছের চাষ। সেই থেকে আর পিছন ফিরে দেখতে হয়নি তাঁর। বর্তমানে ৯০ বিঘা পুকুরে মাছের চাষ করছেন জামির হোসেনের । এ ছাড়া ৯০ টি ভাড়া, গরু ও ছাগল রয়েছে তাদের ফার্মে। যা দেখা শোনো করেন পিতা ওমর আলী।

এ সব নিয়ে উদ্যোক্তাতা জামির হোসেন বলেন, তিন ভাই এক বোন আর পিতা-মাতা নিয়ে আমাদের পরিবার। পিতা ছিলেন দিন মুজুর। আমরা বড় হওয়ার পর লেখা পড়ার পাশাপাশি কাজ শুরু করি।

তবে কোন এক কারনে জীবনে লেখা পড়া বেশি দুর করা হয়নি। এরপর ২০০৬ সালের দিকে পরিবারের মানুষদের উপর অভিমান করে ঢাকা চলে যায়। ওখানে গিয়ে গার্মেন্টেসে কাজ শুরু করি। পাশাপাশি ছিল ব্যবসা।

২০১৬ সালের দিকে বাড়িতে ফিরে এসে ব্যবসার পাশাপাশি শুরু করি মাছের চাষ। ব্যবসা ও মাছ চাষের বিনিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ঢাকাতে থাকতে কিছু টাকা জমিয়ে ছিলাম। সেই টাকা দিয়ে প্রথমে ৩০ বিঘা পুকুর বর্গা নিয়ে চাষ শুরু করেছিলাম। গেল ৭ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৯০ বিঘা জমি। বর্তমানে আমি ওই ৯০ বিঘা জমিতে মাছে চাষ

করছি।

আর পিতা ওমর আলী আমাদের ছোট বেলা থেকেই ভেড়া চাষ করতেন। আমি শুনেছিলাম মাত্র ৫ টি ভেড়া পালন করতেন। এখন তাঁর খামারেও রয়েছে ছোট বড় ৯০ টি ভেড়া।

জামির হোসেন বলেন, বর্তমানে আমার আরো দুই ভাই আমির হোসেন ও জমির হোসেনও মাছ চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তাদেরও রয়েছে পৃথক পুকুর।

ওই উদ্যোক্তা বলেন, এখন আমাদের পুরো পরিবারটি মাছ আর ভেড়া চাষ নিয়েই আছি। নতুন উদ্যোক্তাদের নিয়ে আমার কি পরামর্শ, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, প্রথমত স্বপ্ন থাকতে হবে,আর ওই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই সফলতা আসবেই।
তিনি আরো বলেন, স্বপ্ন দেখে যদি কেউ মোবাইল আর চায়ের দোকানে সময় নষ্ট করেন। তাহলে কোন দিন স্বপ্ন সফল হবে না। সফল হতে হলে স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করে যেতে হবে।

ওই গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আব্দুল ওয়াদুদ হোসেন বলেন,ওমর আলী ছিলেন দিন মুজুর। তিন ছেলে আর এক মেয়ে তাঁর। প্রথম জীবনে তিনি দিন মুজুর করে জীবিকা চালাত। আর সেই সময় থেকে দুই একটা করে ভেড়ার চাষ করতেন। এখন অনেক ভেড়া রয়েছে তাঁর ঘরে।

এ ছাড়া জামির হোসেন নামের এক ছেলে ঢাকা থেকে ফিরে এসে শুরু করেন মাছের চাষ। আর সেটা দেখে অনুপ্রেনিত হয়ে আরো দুই ভাই আমির হোসেন ও জমির হোসেনও মাছ চাষ করছেন। এখন পুরো পরিবার মাছ আর ভেড়া চাষ করছেন। আর ওই চাষেই বদলে গেছে তাদের পরিবার এটা বলা যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা দীন ইসলাম বলেন, আমি এই উপজেলায় নতুন যোগদান করেছি। সব জায়গায় এখনও যাওয়া হয়নি। এ ধরনের উদ্যোগকে অবশ্যই সাধুবাদ জানানো উচিত। আপনারা বিষয়টি বললেন,আমি অবশ্যই ওই এলাকায় গিয়ে খোঁজ খবর নিবো এবং আমার সাধ্যমত ওনার জন্য যা করার সেটা করবো।

মেহেরপুরে কৃষিতে বিশেষ অবদানে উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুরে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতে বিশেষ অবদান রাখায় জেলার বিভিন্ন গ্রামের ছয় জন কৃষি উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে বর্ণাঢ্য অয়োজনের মধ্যদিয়ে কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মানা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বে-সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)।

সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলান নির্বাহী অফিসার (ই্উএনও) প্রীতম সাহা।

বিশষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো: ইমরান হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাক্তার আরিফূল ইসলাম।

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মো: রমজান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহা: মোশাররফ হোসেন, পরিচালক মো: কামরুজ্জামান, উপ-পরিচালক (ঋণ কার্যকর্ম) কামরুল আলম, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) সাইফুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কৃষি উদ্যোক্তা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায় জেলার কৃষিতে উন্নয়ন ও কৃষকদের ভুমিকা নিয়ে প্রসংশনীয় বক্তব্য রাখেন অতিথিবৃন্দরা। বক্তব্য শেষে ছয় জন কৃষি উদ্যোক্তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত কৃষি, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতের কর্ম তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনটি খাতের কৃতিত্বপূর্ণ অবদান এবং সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদানে অর্থিক সহায়তা করে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

পিএসকেএস আয়োজিত সম্মাননা প্রাপ্ত উদ্যোক্তারা হলেন-উন্নত জাতের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনে সম্মাননা পেয়েছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের কৃষক হাসানুর জামান,অরচার্ড উন্নয়ন

ব্যবস্থাপনায় গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের সাহিবুল ইসলাম, পুষ্টি সংবেদনশীল মলা মাপছের ব্রুড ব্যাংক গাড়াডোব গ্রামের রোজিনা খাতুন, ফেভারমুক্ত পাঙ্গাস মাছ ছাষে ষোলটাকা গ্রামের নাজেরা খাতুন,পাঠা মোটাজাত করনে রামনগর গ্রামের শাহিদা খাতুন, বিশষ অবাসন নিশ্চিতকরে আধা বানিজ্যিক ভাবে দেশী মুরগি পালনে বিশেষ ভুমিকা রাখায় তেরাইল গ্রামের সেলিনা খাতুনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অলোচনায় উল্লেখ করা হয়, পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি মানুষের জীবন মান উন্নয়নে সবর্দা কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মৎস্য খাতে ৮২৩টি, কৃষিখাতে ৩৩৮টি, প্রাণি সম্পদ খাতে ৪৮৫টি, মোট ১হাজার ৪৪৬টি প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রদর্শনি বাস্তবায়ন করে। ১০৯জনকে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ৮৩টি খামার দিবস ১১২টি পরামর্শ সভা করা হয়। এছাড়াও কৃষি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ খাতে ২ হাজার ৭২৫ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মদক্ষ করে তোলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ভিভিন্ন এলাকার শতাধিক কৃষক ও কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।

হালাল ফুডের উদ্যোক্তা মেহেরপুরের পল্লব

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের খুব সাধারণ পরিবারের ছেলে মোঃ পল্লব হোসেন।

বর্তমানে তিনি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইন এগ্রো প্রোসেস এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত। করোনাকালীন সময়ে দেশ যখন স্থবির হয়ে গেছিলো,, করোনা মহামারী যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো তখন পল্লব এর ভার্সিটি বন্ধ ছিলো, ছিলো না কোনো টিউশনি। কিছু একটা করা লাগবে এই ভেবে শুরু করে দেয় ছোট পরিসরে অনলাইন বিজনেস। যার মুল প্রেরণা ছিলো তার স্ত্রী। তিনিও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তার কিছু শুভাকাঙ্খী।
যেহেতু ফুড নিয়ে পড়াশোনা তাই ফুড নিয়েই বিজনেস করা শুরু করে এবং

নিরাপদ খাদ্য সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াসে কাজ চালিয়ে যায়।

তার প্রোডাক্ট সমুহ প্রাকৃতিক চাকের মধু, লিচু ফুলের, কালো জিরা ফুলের, সুন্দরবন এর খলিশা ফুলের মধু, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হানিনাট, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি, বিভিন্ন শরবত আইটেম, বিভিন্ন বাদাম, ছাতু, খেজুর, সরিষার তেল ও সিজনাল ফল।
সব সময় সে নিজে থেকেই সংগ্রহ করার চেস্টা করে অন্যথায় নিজেদের লোক উপস্থিত থাকে।বর্তমানে সে তার নিজ খরচ চালিয়ে ধীরে ধীরে বিজনেস টা বড় করার চেষ্টা করতেছে,,,তার প্রোডাক্ট সারা বাংলাদেশ এ কুরিয়ার এর মাধ্যমে দিয়ে থাকে,সাথে অফলাইনেও সেল দিয়ে থাকে যশোর শহরে।

দেশ ছেড়ে দেশের বাইরেও তার প্রোডাক্ট চলে গেছে, এবং সুনামের সাথে বিজনেস করে যাচ্ছে।বর্তমানে তার বেশ কয়জন রিসেলার আছে যারাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা পাইকারি মধু সহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে সেল দিয়ে থাকে। বর্তমানে সে প্রতি মাসে ১০০ এর উপর এ ডেলিভারি দিয়ে থাকে।

ফেসবুক এ HALAL FOOD BD নামে একটা পেজ ও গ্রুপের মাধ্যমে সে বিজনেস পরিচালিত করে। এখন সে স্বাবলম্বী তার মাসিক বিক্রি পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে সফল চুয়াডাঙ্গার শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার

পুকুর বা খাল-বিলে নয়; আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা ট্যাংকিতে মাছ চাষ হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়। নতুন এ পদ্ধতির নাম বায়োফ্লক। এতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে দেশের পুষ্টি চাহিদার যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন উদ্যোক্তারা।